নিঃশব্দ প্রেম

মুহাম্মদ দিলওয়ার হুসাইন

জলছবি প্রকাশন

নিঃশব্দ প্রেম

মুহাম্মদ দিলওয়ার হুসাইন

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আবদুল আজিজ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪

ISBN : 978-984-93261-6-8

প্রচ্ছদ
নবী হোসেন

মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Nihshsobdo Pream, writen by **Muhammad Dilwar Hussain**
Published in Ekushe Boimela-2019, by AKM Nasiruddin Ahmed,
Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000. **Price: Taka 200.00, US $ 6**

উৎসর্গ

পড়াশুনা শুরুর আগে বাবার অকাল মৃত্যুর পর
যে মহতী মায়ের হাতে মানুষ হয়েছি।

সূচিপত্র

আমার বিহঙ্গ মন	৭	৪১	আমি ঋণী তোমার কাছে
চেতন আর অবচেতনের দ্বন্দ্ব	৮	৪২	বিদ্রোহ যুগে যুগে
অতৃপ্তবোধ	৮	৪৩	ব্যর্থ আস্ফালন
জীবন থেমে নেই	৯	৪৪	স্বপ্নলোকেই থাকে কাব্যদেবী
শরতে আমার বাংলাদেশ	১০	৪৫	আমি সেই কবিতার কথা বলছি
রঙের রঙিন খেলা	১০	৪৬	যতো সুখ বঙ্গমায়ের উত্তরী তলে
বিধির বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে	১১	৪৭	নিয়তির দাস
অর্কিড স্বপ্ন	১১	৪৭	স্বীয় ভূবন
এসো তারুণ্যের চেতনায় গড়ি বাংলাদেশ	১২	৪৮	বিদগ্ধ খাঁটি মানুষ
সেই সোনালী ভোরের প্রতীক্ষায়	১৩	৪৮	অচেনা স্বপ্ন
বোধোদয়	১৩	৪৯	আমার স্বাধীনতা
গরল পিয়ালার সুখ	১৪	৫০	সন্ন্যাসী
অবেলার গান	১৪	৫১	বীরত্বের স্মারক আমার বাংলাদেশ
অপেক্ষা	১৫	৫২	এ যুগের কবি
সৃষ্টি হোক নিঃস্বার্থ	১৫	৫৩	স্বপ্ন
সময় নেই একটু নস্টালজিক হবার	১৬	৫৪	অম্লান ক্যানভাস
তুমি ভাবুক প্রেমিক নও	১৭	৫৪	কাব্যদেবীর অলঙ্কার
গোধূলি ভালোবাসা	১৮	৫৫	অস্থিরতা
দ্রোহ	১৮	৫৫	সনাতনী
নীলে হবো লীন	১৯	৫৬	শূন্য রোদন
পাণ্ডুলিপির শবদাহ এবং নবপ্রত্যয়	২০	৫৬	অবোধ বিবাগী
পুলকিত প্রতীক্ষা	২১	৫৭	অপেক্ষা
কাব্যদেবীর জন্যে অপেক্ষা	২২	৫৮	বেলা শেষে
চেতনায় বাংলাদেশ	২৩	৫৯	ধূসর প্রবাসে
জেগে ওঠো	২৪	৬০	প্রতারক প্রেমিক
রঙিন স্বপ্ন	২৫	৬১	নির্বাকের সবাক উচ্চারণ
বঙ্গমায়ের কোল	২৬	৬২	অশরীরী ভালোবাসা
সবুজের হলুদ ব্যাধি	২৭	৬২	বাসন্তী
আমার বাংলাদেশ	২৭	৬৩	শুধু তোমার জন্যে
স্বপ্ন	২৮	৬৪	তবে কি প্রেম!
নীল ছাই	২৯	৬৫	একখণ্ড কালো মেঘ
দহন	৩০	৬৬	অনন্ত পথের সন্ধানে
জীবন-স্বপ্ন	৩১	৬৭	শ্রাবণীর ভালোবাসা
মতিভ্রম	৩১	৬৮	অব্যক্ত ভালোবাসা
অসমতা	৩২	৬৯	অনিশ্চয়তা
নিঃশব্দ প্রেম	৩২	৭০	একটিমাত্র জীবন
স্বপ্ন সাঁঝ	৩৩	৭০	কবিতার একাল-সেকাল
মুক্তির অপেক্ষায়	৩৩	৭১	অনুভূতি
নীলের জন্যে আবার কেমন নীল	৩৪	৭২	অন্তিম ইচ্ছা
পথই ঠিকানা	৩৫	৭৩	চাই কর্মময় জীবন
তোমার জন্যে	৩৬	৭৪	অন্ধকার আত্মার পূজারী
আমাতে আমি হই লীন	৩৭	৭৪	জীবন সন্ধিক্ষণে
চাই আত্মার মিলন	৩৮	৭৫	বিচিত্র পৃথিবী
মোহ	৩৯	৭৬	কবিতার জন্যে ভাব
বিমূর্ত	৩৯	৭৬	বন্ধ ডাকছি তোমায়
নির্বাক আমি	৪০	৭৭	জাগাও বিবেক
রাত্রি আমার ভালোবাসা	৪১	৭৮	ঋতু বন্দনা

আমার বিহঙ্গ মন

আমার মনের জানালায় বাসা বেঁধেছে এক বিহঙ্গ
আবির্ভুত হয় কখনো স্বরূপে; আবার কখনোবা বিমূর্ত রূপে
কখনো বালিহাঁস হয়ে ডুব দেয় অথৈ সাগরের তলদেশে
খুঁজে আনে নীল মঞ্জুসার মণি, অবলোকন করে নৈসর্গ
কখনো শঙ্খচিল হয়ে ডানা মেলে অসীম আকাশের নীলে
আবার কখনোবা নিশিথে উদাস নয়নে বসে থাকে
গাছের ডালে হয়ে লক্ষ্মীপেঁচা।

আমার বিহঙ্গ মন করে আনচান, পেখম মেলে বর্ণিল রঙে
কখনো দেখা দেয় তপস্বী বক হয়ে, শিকারের আশে
বাবুই পাখির মত বুনে নীড় আপন মনে; হয়ে কর্মঠ অবিরত
কখনো দেখিবে আমায় ঘুরছি তোমার আঙিনায়
জোড়া শালিক বেশে, শুভ কামনায় প্রতিনিয়ত।
দোয়েলের মত ডেকে উঠি প্রতি প্রভাতে; যদি ঘটে মোহ ভঙ্গ অলস নিদ্রায়
কোকিলের মত ডাকি কুহু-কুহু তানে, জোয়ার আসিবে বলে সমুদ্র তটে
কখনোবা চাতক পাখি হয়ে বসে থাকি; তোমাতে তৃষ্ণা মেটাতে
বুলবুলি হয়ে গান রচি, তোমার মনোরঞ্জনে; এক চিলতে হাসি ফোটাতে।
কখনো দেখিবে আমায়, কাঠঠোকরা হয়ে ঠুকে চলছি তোমার হৃদপিণ্ডের
দেয়াল
খুঁজে পাই যদি একফোঁটা সঞ্জীবনী রস; অথবা আপন আলয়ের বাসনায়,
পুনর্জন্ম মানিনে, মানিলে আবার ফিরে আসতুম এই ধরায়–
কোন এক বিহঙ্গ বেশে!

চেতন আর অবচেতনের দ্বন্দ্ব

চেতন আর অবচেতনের দ্বন্দ্ব চলে সারাক্ষণ
চিতাসনে ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় খুলে দেই যখন–
দেখি, বর নিয়ে এসেছেন কাজী নজরুল কিংবা মধুসূদন
সফেদ পত্র পায় আরও উজ্জ্বলতা; যবে করি গাত্রোত্থান।
চোখে পড়ে না আর কোন বাণীচরণ; নিমিষে হারাই অবচেতনে
কথা বলি সফোক্লিসের রাজা ইডিপাসের সনে
কী নির্মমতা নেমে এসেছিল তার জীবনে!
করিন্থ থেকে স্বীয় মাতৃভুমি গ্রিসে ফিরে এলেন, না জেনে অপরাধ সংঘটনে।
কখনো হারাই, নিজেকে ওথেলো ভেবে,
দেসদিমোনার প্রতি কেন এতো নির্মম হলে!
কৃষ্ণকুমারীর রূপই কি যুদ্ধ অনিবার্য করেছিলে
ছুটে চলি নিরন্তর দেশ থেকে দেশে অবচেতনে।
চেতনার জগতে এসে ভাবি যখন এঁকে নিই ভাবনার যত কথা
বিমূর্ত কিছু ছবি ছাড়া, এখন আর কিছুই ধরা পড়ে না!

অতৃপ্তবোধ

বালুকা বেলায় দাঁড়িয়ে আজও আমি দেখছি তোমায় উর্বশি
ছন্দ হিন্দোল তাল তরঙ্গে হয়েছি উর্মি চঞ্চল
পশ্চিমাকাশে এখনো প্রহরীর মতো রঙিন আভায়
বিদায় বেলায় যবনিকাপাতের আসরে রবি কিরণ
তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই বিমুগ্ধ উচ্ছলতায়
চোখে ভাসে এক মায়া হরিণী।
বেরসিক আঁধারের পরম আত্মীয়ার এ কোন্ সখ্যতা
রবির সনে? তার অন্তর্ধানে যেন তুমিও গেলে বিসর্জনে
কেন উদিত হলে ক্ষণিকের তরে বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি জাগাতে।

জীবন থেমে নেই

প্রতি নিশিতে তোমার সকরুণ বেহালার সুরে
খুঁজে পাইনে কোন মাদকতা; কিংবা কোন সার্থকতা।
শীত এলেই তো ঝরে পড়ে যতো শুকনো পাতা
অরণ্যের ক্রন্দন ধ্বনি তো কভু শুনতে পাইনে
বছরান্তে ক্ষয়ে যায় একটি অব্দ তোমার জীবন থেকে
ভেবেছ কি সেটি একটিবারের তরে!
জঠর ছিঁড়ে যে ফল শিরোধার্য হল বৃক্ষে
বোঁটা খসে একদিন পতিত হল ভূতলে
বৃক্ষ তো কখনো পড়েনি কান্নায় ভেঙে!
তোমার কল্পনাবিলাসী ভাবুক মনে
মাঘের সন্ন্যাসীর রিক্ততা দেখেছ অশ্রুশূন্য বেদনার মাঝে;
বর্ষার অঝোর ধারা বৃষ্টির মাঝে খুঁজেছ প্রিয়জনের বিরহ স্মৃতিতে।
আমি তোমার সেই পথের পথিক নই–
অতীত নিয়ে তাই হই না যন্ত্রণাদগ্ধ; বেহালায় আসে না করুণ সুর।
আর তুমি! পত্র শূন্যতা আর রিক্ততার প্রতিচ্ছবি গেঁথেছ বুকে,
বাসন্তীতে নবপল্লবে দেখোনি অরণ্য উঠেছে জেগে!
আমি ভাবি–যা ঘটে গেলো সে তো প্রকৃতির বিধান,
হারিয়েছে–দাও হারাতে; যেতে চায় যথা
সে আমার ছিলো না; নই আমি ছিলাম তার তরে।
ফসল পাকিলে ঝরে পড়ে, নতুন ফসল জন্মাবে বলে
তার প্রস্থানে; আমার তরী ভিড়বে অন্য কূলে;
আমি জাগতিক, নয় আধ্যাত্মিক–নেই আমার ভাবুক মন
লড়ি বাস্তবতার সাথে; কল্পনাকে দূরে ঠেলে।

শরতে আমার বাংলাদেশ

আজি শরতপ্রাতে উথলিয়ে উঠেছে মোর দেহ-মন
দিগন্ত রেখা ভেদি বাজিছে মধুর কঙ্কণ,
নব কিশোরী এলিয়ে দিয়েছে কালো কেশ
ছুটে চলেছে গ্রামের ছোট্ট নদীটির ধারে, হারিয়ে দিশ।
প্রভাত হতেই চলেছে আকাশে মেঘ ও রোদের খেলা বেশ
কাশ ফুলের শুভ্র ছোঁয়ায় তুমি সেজেছ, মুগ্ধ আমি অশেষ,
ওহে প্রেয়সী আমার বঙ্গললনা–মোহনীয় তুমি নেই উপমা,
হারাই আমি তোমার মাঝে; পাইনি খুঁজে আর কোন তিলোত্তমা।
অনাদি কাল হতে এসেছে বণিক পসরা হাতে বিমুগ্ধ করেছ তারে
দূর দেশ হতে ধর্মের বার্তা নিয়ে এসেছে ধর্ম প্রচারক; সেও মুগ্ধ তোমাতে
সুন্দরের প্রিয়াসী যে, তুমি নিয়েছ টেনে বুকে; তোমার রূপ অনিঃশেষ
এমন রূপের মাধুরি পায়নি আর কোথায়ও প্রেমিক; তুমি আমার বাংলাদেশ।

রঙের রঙিন খেলা

আকাশের চেয়ে অনেক দ্রুততম সময়ে
রঙ বদলাও তুমি নিমিষে,
কখনো অযাচিত লাল
আবার অকারণ নীল।
বায়বীয় পদার্থের মত মিশে যাও বাতাসে
কখনো জলের মতো ঠিকানা খোঁজো পাতালে
আবেষ্টনী তৈরি করো আমার চারপাশে ক্বদাচিৎ
আমি কিন্তু মোহান্ধ থেকেছি, হয়ে চিরহরিৎ।

বিধির বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে

সে রাতে কুজ্ঝটিকার আড়ালে হারাল প্রকৃতি
তমাসাচ্ছন্ন চারিধারে; হঠাৎ ডাক দিয়ে গেল কোন এক সুদর্শন
শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অশ্বত্থের ডালে নিরীহ সে পেঁচাটি
প্রকৃতির তার বিধি ভেঙ্গে শোনাল সামুদ্রিক গর্জন;
ভাসিয়ে নেবে, নেবে অচিরে; এঁকেছিলেম যত তব মুখচ্ছবি।
প্রকৃতি জাগেনি তখনো, যখন জেগেছি আমি তথায়
হন-হন রবে ছুটে চলেছি; জলদের চেয়ে জলদি গতি
রুধিতে হবে তব হুংকার, তব সীমানায় বাঁধিব তোমায়
যেথায় আছ, থাকিতে হবে সেথায়; কেমনে লঙ্ঘিবে বিধি!
শোননি সে আর্তনাদ, যেমনি খুশি তেমনি হানিলে আঘাত
রচিলে মহা ধ্বংসযজ্ঞ, নাশিয়া তব সীমানা
আমি হইলেম পথের বিবাগী; রচিল অগ্ন্যুৎপাত
জগত যেমন ছিল, তেমনই আছে; বেড়েছে শুধু দেনা!
জীবনানন্দের সুদর্শন এখনও উড়ে সন্ধ্যার আকাশে
অশ্বত্থ ডালে বসে পেঁচাটি আজও রাত্রির প্রহর গোনে
জোয়ার তোমার ঠিকানা দিল তটে;
স্মৃতিশক্তি তোমার নিয়েছে কেঁড়ে, তাইতো স্বপ্ন বুনো ভিন্ন হরফে।

অর্কিড স্বপ্ন

অতটা মিথ্যেবাদী হতে পারিনি বলে বলা হয়নি
তোমাকে ছাড়া জীবনটা অচল!
স্বপ্ন বুনেছিলাম পলিমাটি সমেত এক উর্বর ভূমিতে
তবু অর্কিডের মত ঝুলেছিলেম তোমার সেই সংকীর্ণ বৈঠকখানায়!
শ্যামলিমার শ্যামল আঙিনায় আজ সতেজ আছি বেশ
পাথারের ওপার থেকে এখনো ধ্বনি আসে–জীবন অতটা ক্ষুদ্র নয়
খোলো খোলো নোঙর, তোলো পাল বিশাল সমুদ্রসীমায়
ভোরের রবি দিয়েছে হাতছানি; চেয়ে দেখো অবারিত পান্থরেখা
মিশে যাও জগত মাঝে; দেখিবে সবাই বাড়িয়েছে হাত তোমার বন্ধু বেশে।

এসো তারুণ্যের চেতনায় গড়ি বাংলাদেশ

এসো আবার তারুণ্য দীপ্তকণ্ঠে করি উচ্চারণ–
এই মাটি আমার
এই ভূখণ্ড আমাদের চেতনার দামে কেনা
প্রতিটি ইঞ্চির ন্যায্য হিস্যা বুঝিয়ে দিতে হবে আমাদের।
চাই না কোন সান্ত্রি কাপুরুষের আস্ফালন–
কান পেতে আজো শুনতে পাই, নুরুলদিনের আর্তচিৎকার 'জাগো বাহে...'
চোখ বুজলেই দেখতে পাই আসাদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ
ভেসে ওঠে চোখের সামনে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তস্নান করা পবিত্র
বাংলাদেশ।
মেঘে মেঘে আজ হয়েছে অনেক বেলা
এসো আবার মিলিত হই তারুণ্যের মোহনায়।
ডাকছে তোমায় নুরুলদিন, **শোনো** সম্ভ্রম হারানো মায়ের আর্তচিৎকার
চেয়ে দেখো, আকাশে আজো দুলছে আসাদের রক্তমাখা সেই জামা!
হাতছানিতে বলছে নবপ্রজন্ম–শান্তির নীড় চাই, শান্তির নীড়;
অর্থনৈতিক মুক্তি চাই; অর্থনৈতিক মুক্তি
স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই; স্বাভাবিক মৃত্যুর।
অগ্রজ বীরপুরুষ আমাদের দিয়েছে ভিটে মাটির স্বাধীনতা
এসো তরুণ, আমরা আজ ছিনিয়ে আনিব শান্তির বারতা ।